বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'রাধাকৃষ্ণান কমিশন'-এর সুপারিশ গুলি লেখ. এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পাঠ্যক্রম আলোচনা কর.

১৯৪৮ সালে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেন. ড. রাধাকৃষ্ণন ছিলেন এর সভাপতি. তাঁর নামানুসারে এই কমিশনকে রাধাকৃষ্ণন কমিশন নামে অভিহিত করা হয়. এই কমিশনের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক, শিক্ষার মান, ছাত্র কল্যাণ, নারী শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদি — বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে সুপারিশ করেন. উক্ত কমিশন এই শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল.

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য:→

স্বাধীনতা লাভের পর উচ্চ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে. বিভিন্ন কমিটিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ও কার্যক্রম আলোচিত হয়েছে. এই প্রসঙ্গে প্রথম গঠন হয় 'রাধাকৃষ্ণন কমিশন'. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে — সেগুলি হল→

(1) নেতৃত্ব গুণের বিকাশ অর্জন:→

স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের জন্য ব্যক্তিদের তৈরি করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য. দেশের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত রাজনৈতিক, আর্থিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, বাণিজ্য প্রভৃতি. এই সব ক্ষেত্রে প্রকৃত নেতৃত্ব গড়ে তোলা হবে উচ্চ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য.

(2) চারিত্রিক উন্নতি সাধন:-

কমিশনের মতে শুধু জ্ঞান অর্জন করাই নয়, (জ্ঞানসম্পন্ন) সঙ্গে নৈতিক বোধ ও ব্যক্তির চারিত্রিক গুণ উন্নত করা. শিক্ষা আমাদের চেতনার দিকে উন্নত করে ভূমিকা নেবে. চারিত্রিক গুণ ও মূল্যবোধ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে, শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে সহজীবনের শিক্ষাদান.

(3) কৃষ্টির সংরক্ষণ ও ইহার সম্প্রসারণ সাধন:→

কমিশনের মতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্প্রসারিত করাই হবে উচ্চ শিক্ষার

সেগুলি হল→ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে—

(1) নেতৃত্ব গুণের সম্যক অর্জন:→

স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত ব্যক্তিদের গড়ে তোলাই হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। দেশের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, বাণিজ্যিক প্রভৃতি। এই সব প্রতিভাবান ব্যক্তি সৃষ্টি হবে উচ্চ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

(2) বৌদ্ধিক উন্নতি সাধন:-

অতীত কাল থেকে শুনে আসছি, (রাধাকৃষ্ণন) প্লেটো বলেছিলেন আমরা তখনই বৌদ্ধিক হয়ে উঠব যখন নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ করব, শিক্ষা আমাদের অজ্ঞতা থেকে আলোতে নিয়ে যাবে, মুক্তি দেবে। শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক হওয়া ও মূল্যবোধ বিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য হবে যথার্থ বুদ্ধির উন্মেষ।

(3) কৃষ্টির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি সাধন:→

জাতির সং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার সঙ্গে সাথে বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক জ্ঞান সঞ্চারিত করাই হবে উচ্চ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ঐতিহ্যের এই উভয়ের সংরক্ষণ ও প্রসার হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ।

(4) ~~[illegible]~~ জ্ঞানের রাজ্যের অভিযান:-

শুধু অতীতের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে থাকলেই আমাদের চলবে না, আগামী দিনের জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান রাজ্যে দুঃসাহসিক অভিযান চালাতে হবে। কীভাবে সং শুধু জ্ঞান বিতরণ নয় নতুন নতুন সূত্র ও জ্ঞানের অনুসন্ধান আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ।

(খ) (5) গণতান্ত্রিক চেতনার সঞ্চার:→
স্বাধীনতা, বিচার, ব্যক্তির উন্নতি নির্ভর করে গণতন্ত্র-ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নতির উপর। সকলের সামগ্রিক কল্যাণ হবে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া। গণতন্ত্রের মূল কথা হল স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী, ন্যায় বিচার। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সামাজিক ন্যায় বিচারের উপর। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বেকারত্ব দূর হয়।

(6) প্রকৃতি ও মানব সম্পদের ব্যবহার:→ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য প্রকৃতি ও মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা হবে এবং এটাই হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য। সর্বক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির জন্য যে লোক শক্তির প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়কে যোগাতে হবে।

(7) বিজ্ঞান ~~প্রযুক্তি~~ কারিগরী বিদ্যার প্রসার:- বিজ্ঞান কারিগরী বিদ্যার আধুনিক জগতে বিস্ময়কর পরিবর্তন এনেছে। জাতীয় অগ্রগতি ও আর্থিক উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নতমানের কারিগরী যন্ত্রপাতি বা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়কে ব্যবহার করতে হবে,

(8) কৃষি শিক্ষার প্রসার:→ ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। এর জনসংখ্যার ৭০ জন মানুষ গ্রামে গ্রামে বাস করে, সুতরাং কৃষি উন্নতির জন্য কৃষি বিদ্যা চর্চার প্রয়োজন, ছাত্রছাত্রীদের উন্নত কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান করা হয়েছে,

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম:

কমিশন সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার কথা বলেছেন। ছাত্ররা বৃত্তিমুখী শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের জন্য তৈরী হবে। কিন্তু এটি নিছক কর্মমুখী সমালোচনাযোগ্য নয়,

(1) সাধারণ শিক্ষা:→ কোন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ১২ বছর শিক্ষা লাভ করার পর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবে, পাস ও অনার্সের ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু করা হবে, পাস কোর্সের ছাত্ররা 2 বছর ও অনার্সের ছাত্ররা ৩ বছরে এম. A ডিগ্রী লাভ করতে পারবে,

(2) বৃত্তিমূলক শিক্ষা:→ কমিশন পেশাগত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কৃষি বাণিজ্য, শিক্ষা এবং ~~বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন~~। ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন এবং চিকিৎসা-বিদ্যার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কমিশন বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন→

Scanned with CamScanner

(a) কৃষি:- শিক্ষার সর্বস্তরে জাতীয় আবশ্যিক, ঐচ্ছিক ও উন্নত শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের কৃষি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। কৃষির উন্নতির জন্য বহু গবেষণাগার ও কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(b) বাণিজ্য:->
বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। B.com কোর্সে বা স্নাতক বাণিজ্য ও বিশেষ কতগুলি আংশিক শিক্ষা দিতে হবে। M.com স্নাতকোত্তর শিক্ষা পরিপূর্ণ না হলে ব্যবহারিক হবে।

(c) শিক্ষকতা:-> শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষক শিক্ষণের নীতি ও গুণ অর্জনের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। স্কুল ও ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনার জন্য শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে জোর দিতে হবে।

(d) ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি:-> এই শিক্ষার উন্নতি হলো প্রয়োজন। যেসব প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে রয়েছে সেগুলির উন্নতি সাধন করতে হবে এবং নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। ছাত্রগণ যাতে হাতে কলমে কাজ শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার সাথে সাথে বিদেশী বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন।

(e) আইন:-> আইন বিষয়ে ডিগ্রি কোর্স ৩ বছরের হবে। আইনের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। শিক্ষার্থী ভর্তি হলে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স ট্রেনিং প্রবীনে ২বছর হাতে কলমে কাজ শেখার জন্য কোনো উকিলের অধীনে নিযুক্ত ব্যবস্থা চালু করতে হবে, আইন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য করতে হবে।

(f) চিকিৎসাবিদ্যা:- মেডিক্যাল কলেজ গুলিতে ২০০ জনের বেশী ছাত্র ভর্তি করা যাবে না এবং প্রতি স্নাতক-এর জন্য কমপক্ষে ১০ জন রোগীর শয্যা নির্দিষ্ট থাকবে। আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় ভেষজ শাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা করতে হবে।

এইভাবে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম সুপারিশ করেন।

প্রথম ডিগ্রী কোর্সে পাঠ্য থাকা উচিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাষা (অর্থাৎ সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা), ইংরাজী এবং মাতৃভাষা অথবা একটি প্রাচীন ভাষা, মানবিকী বিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান, প্রকৃতি এবং জীবন বিজ্ঞান।

স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রম আলোচনা করতে গিয়ে কমিশন স্মরণ করেছেন হোয়াইটহেডের কথা, 'একটি প্রগতিশীল সমাজ তিন ধরনের মানুষের উপর নির্ভর করে—বিদ্বান, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক (Scholars, discoverers, inventors)'। কমিশনের বক্তব্য—"While the scholars rediscover the past and set before us ideals of wisdom, duty and goodness, discoverers find out new truths, and inventors apply them to the present needs."

গবেষণা ঃ গবেষণার মানোন্নয়ন দরকার। গবেষণার ফলশ্রুতি যেন সেই বিষয়ের জ্ঞানকে আরও ঐশ্বর্যসম্পন্ন করে। গবেষণার পরীক্ষক হবেন একজন আভ্যন্তরীণ এবং দুজন বাইরের। ভাল গবেষণাপত্র ছাপানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহায্য দেওয়া উচিত।

শিক্ষক ও শিক্ষার মান ঃ কমিশন বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রাথমিক দায়িত্বই হবে ছাত্রদের মধ্যে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলা এবং উপযুক্ত মূল্যবোধ এবং আচরণশৈলী সৃষ্টি করা। কিন্তু শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। চার স্তরের শিক্ষক রাখা যেতে পারে—প্রোফেসর, রীডার, লেকচারার, ইনস্ট্রাক্টর। এছাড়া থাকবেন গবেষণা কর্মী। পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা খুবই বেশি। এর অন্যতম কারণ হয়ত নিম্নমানের ছাত্র ভর্তি। সুতরাং যথেষ্ট সংখ্যক বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার যেন অনেক ছাত্রকে সেই পথে নেওয়া যায়। ক্লাস লেকচারের পরিপূরক হিসাবে টিউটোরিয়াল, লাইব্রেরীর কাজ, সেমিনার ইত্যাদি দরকার। শিক্ষক শিক্ষণের মান বাড়ানো দরকার। খেটে খাওয়া মানুষের জন্য নৈশ কলেজ চালু করা দরকার।

"পেশাগত মনোভাব নিয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজের প্রস্তুতিকেই পেশাগত শিক্ষা বলা চলে"—এইভাবে পেশাগত শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়ে কয়েক ধরনের পেশা সম্বন্ধে অভিমত দেওয়া হয়েছে। যেমন—

(ক) **কৃষি ঃ** কৃষি শিক্ষাকে একটি প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসাবেই দেখা উচিত। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরেও কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা দরকার। প্রকৃত গ্রামীণ পরিবেশেই কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এবং এগুলির সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষার কেন্দ্র থাকা উচিত। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদকে শক্তিশালী করা ছাড়াও জাতীয় কৃষি নীতি পর্ষদ প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

(খ) **বাণিজ্য ঃ** এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা। স্নাতক হওয়ার পরে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন এ্যাকাউণ্ট্যান্সি) ছাত্রদের বিশেষ দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী যেন শুধুই পুঁথিগত না হয়।

Scanned with CamScanner

(গ) **চিকিৎসা ঃ** চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস পড়ানো উচিত। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা দরকার। জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নার্সিংকে গুরুত্ব দিতে হবে। নির্বাচিত কয়েকটি কলেজে স্নাতকোত্তর পাঠের ব্যবস্থা করা হতে পারে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই গ্রামীণ অভিজ্ঞতাকে আবশ্যিক করা দরকার।

(ঘ) **ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি ঃ** চলতি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরি কলেজগুলির উন্নতি দরকার। ফোরম্যান, ক্রাফ্‌টস্‌ম্যান, ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান, ওভারসীয়ার তৈরীর জন্য আরও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তবে কয়েকটি কারিগরি কলেজকে স্নাতকোত্তর মানে উন্নীত করা উচিত। ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানী তৈরীর জন্য উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কারিগরি ফ্যাকাল্টি দরকার।

আইন শিক্ষা ঃ এই ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের অভিন্নতা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষাও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার মতই নিয়মানুগ হওয়া উচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। আইন পড়বার আগে নিম্নতম তিন বছরের স্নাতক পড়া আবশ্যিক হওয়া দরকার। আইনের ডিগ্রী পড়বার সময় একই সঙ্গে অন্য কোন ডিগ্রী পড়তে দেওয়া উচিত হবে না।

শিক্ষকতা ঃ ক্লাসে পড়ানোর উপর জোর দিয়ে পাঠ্যক্রমের সংশোধন দরকার। স্কুল শিক্ষায় যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তেমন লোকের মধ্য থেকেই ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক নির্বাচন করা উচিত। শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠ্যবিষয়কে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করা দরকার।

অন্যান্য সুপারিশ ঃ

ধর্মশিক্ষা ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্মশিক্ষার ক্রমবিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করে কমিশন অভিমত দেন শিক্ষায় ধর্মের স্পর্শ থাকা বাঞ্ছনীয়, তবে ধর্মের তাত্ত্বিক গোঁড়ামি নয়। সুপারিশ করা হয়—বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের জীবনী পাঠ ; বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব থেকে অভিন্ন উপাদানের সংকলন পাঠ। দর্শন শাস্ত্রের পাঠ্যসূচীতে ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় উপস্থাপন।

নারী শিক্ষা ঃ (১) মহিলাদের প্রয়োজন অনুসারেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা দরকার। তবে তাঁদের সর্বোত্তম সুযোগ দেওয়া উচিত।

(২) গৃহ বিজ্ঞান এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি পড়ানো উচিত।

(৩) সহশিক্ষার সাধারণ সুযোগ থাকা উচিত।

শিক্ষার মাধ্যম ঃ

(১) হিন্দী ভাষার উন্নতির জন্য যথাবিহিত করা দরকার।

(২) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইংরাজীর বদলে যে কোন ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা বাঞ্ছনীয়।

(৩) মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার স্তরে আঞ্চলিক ভাষা (অথবা মাতৃভাষা), জাতীয় ভাষা এবং ইংরাজী পড়ানো দরকার।

(৪) উচ্চশিক্ষাতেও আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম করতে হবে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) এবং আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা দরকার।

(৫) সংস্কৃত ভাষা অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু একে শিক্ষার মাধ্যম করা যায় না।

Scanned with CamScanner

(৬) সমস্ত ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে অভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা উচিত। এইসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রীতির সঙ্গে সমতা দরকার।

(৭) পাঠ্য হিসাবে ইংরাজী চলতে থাকবে।

পরীক্ষা ব্যবস্থা ঃ (১) রচনাধর্মিতার বদলে বস্তুধর্মী প্রশ্ন করাই ভাল।

(২) এক-তৃতীয়াংশ নম্বর দিতে হবে সম্বৎসরের আভ্যন্তরীণ কাজের ভিত্তিতে।

(৩) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে সমতা রাখতে হবে।

(৪) গ্রেস নম্বর দেওয়ার প্রথা বাতিল করতে হবে।

(৫) মৌখিক পরীক্ষাও নিতে হবে।

কমিশন আরও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন স্বীকার করেন। কিন্তু শুধু অনুমোদনধর্মী, কিংবা অনুমোদন ও শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে ফেডারেল, ইউনিটারি, আবাসিক রনের দিকেও গুরুত্ব দেন।

Scanned with CamScanner